বাণিজ্যিক ব্যাংক
Commercial Bank

ভূমিকা

ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝানো হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উৎপত্তি সুদূর প্রাচীন কালে। তখন সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে অন্যদের অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখার মধ্য দিয়ে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা হয়। অপর দিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা, সমন্বয় এবং সুনিয়ন্ত্রণের জন্য পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সৃষ্টি হয়। ইতোপূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকই নোট প্রচলন করতো, যা বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে। সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকে অদ্যাবধি বাণিজ্যিক ব্যাংক তার বিভিন্ন ধর্মী এবং কল্যাণকর কার্যক্রমের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণ সঞ্চার করে আসছে, গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

এই ইউনিট থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, কার্যাবলী ও নীতিমালা, ঋণ আমানত সৃষ্টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো বা বিভিন্ন বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সম্পর্কে আপনি অবগত হতে পারবেন।

এই ইউনিটে রয়েছে-

- *বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ।*
- *বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ও নীতিমালা।*
- *বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত-ঋণ ও আমানত সৃষ্টি।*
- *বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো বা বিভিন্ন বিভাগ।*
- *দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা।*

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

সংজ্ঞা ঃ এক কথায় বাণিজ্যিক স্বার্থে যে সকল ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকেই বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করেই আধুনিক ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থায় উদ্ভব। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পূর্বসূরি ও জন্মদাত্রী হলো সেই প্রাচীন মহাজন, বনিক, স্বর্ণকার, সাহুকার শ্রেণীর লোক।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. অধ্যাপক রোজার বলেছেন যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ এবং অর্থের মূল্য নিয়ে কারবার করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

২ অধ্যাপক আর.এস সেয়ার্স এর মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধু অর্থের কারবারই করে না এবং অর্থের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদকও বটে।

৩. অধ্যাপক এ নাথ এর মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো মুনাফা অর্জনকারী একটি মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান।

৪. অধ্যাপক গিলবার্ট এর মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো মূলধনের কারবারী বা আরো সঠিকরূপে বলা যায় অর্থের কারবারী। সে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যবর্তী পক্ষ। সে মধ্যবর্তী পক্ষ হিসেবে এক পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেয় এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যই হলো তার মুনাফা।

৫. অধ্যাপক এইচ এল হার্ট বলেন যে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম হলো যাদের নিকট থেকে অর্থ জমা গ্রহণ করেছে বা চলতি হিসেবে যারা অর্থ জমা রেখেছে তাদের ইস্যুকৃত চেকের মূল্য পরিশোধ করা তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো-

ক) মধ্যস্থ আর্থিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান;

খ) অর্থ এবং অর্থের মূল্য নিয়ে কাজ করে;

গ) মুনাফা অর্জনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য;

ঘ) এক পক্ষের নিকট থেকে স্বল্প সুদে অর্থ সংগ্রহ করে;

ঙ) সংগৃহীত অর্থ বেশি সুদে অন্য পক্ষকে ঋণ প্রদান করে;

চ) জমা কারীদের অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে এবং

ছ) এক পক্ষ থেকে অর্থ গ্রহণ এবং অপর পক্ষকে ঋণদানের মধ্যকার পার্থক্যই হলো তার মুনাফা।

মোট কথা বাণিজ্যিক ব্যাংক মধ্যস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বল্প সুদে এক পক্ষ থেকে গৃহীত টাকা বর্ধিত সুদে অপর পক্ষকে ঋণ প্রদান করে এবং চেকের মূল্য পরিশোধ করে ও বিল বাট্টাকরণ করে। এসকল কার্যাদির মাধ্যমে মুনাফা অর্জনই তার মূল লক্ষ্য। এজন্য অনেকে বলেন "বাণিজ্যিক ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারী করে।"

বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাস (Classifications or Types of Commercial Bank)

দেশে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমরা তাদের মালিকানা, কার্যাবলী, ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদির আলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস্ত করতে পারি। যা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

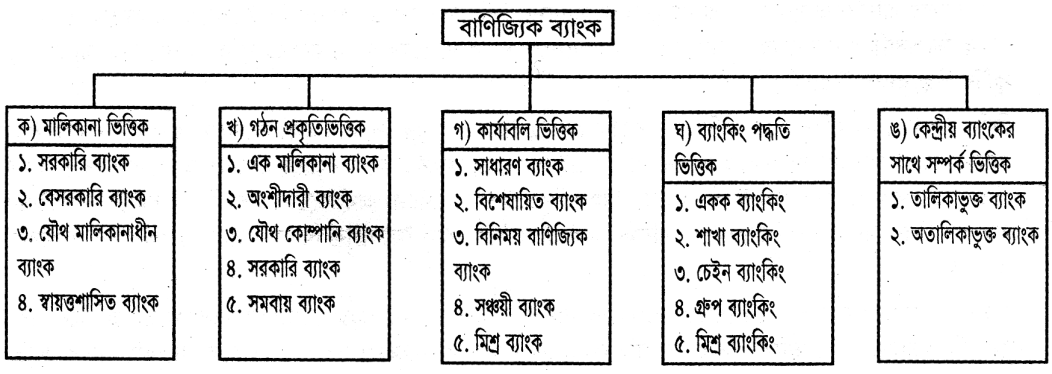

বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণী বিন্যাস প্রণালী নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক) মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ

১. সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ সম্পূর্ণ সরকারের উদ্যোগে গঠিত পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিণ ব্যাংককে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। সরকার ইচ্ছে করলে এরূপ ব্যাংক নতুন রূপে গঠন করতে পারে বা প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংককে জাতীয়করণ করে এরূপ ব্যাংক সৃষ্টি করতে পারে।

২. বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ বেসরকারি মালিকানার উদ্যোগে যে বাণিজ্যিক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বিশ্বের অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকই বেসরকারি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

৩. যৌথ মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ সরকারি ও বেসরকারি এই দুই উদ্যোগের সমন্বয়ে যখন কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে যৌথ মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

৪. স্বায়ত্বশাসিত ব্যাংক ঃ যে ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন বা অধ্যাদেশ বলে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে।

খ) গঠন প্রকৃতিভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ গঠন প্রকৃতিভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. এক মালিকানা ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ যখন সম্পূর্ণ একক মালিকানাধীনে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে এক মালিকানা ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এরূপ ব্যাংক বর্তমানে দেখা যায় না বললেই চলে।

২. অংশীদারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ দেশের প্রচলিত অংশীদারী আইন অনুযায়ী কিছু ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে কোন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অংশীদারী বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। যুক্তরাজ্যে এরূপ ব্যাংক দেখা যায়।

৩. যৌথ কোম্পানি-বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ দেশে প্রচলিত কোম্পানি আইন যে বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাবে যৌথ কোম্পানি বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাংলাদেশের সকল বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যৌথ কোম্পানি ভিত্তিক ব্যাংক।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানা ও উদ্যোগে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এজাতীয় ব্যাংক।

৫. সমবায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ সমবায়ের ভিত্তিতে এবং সমবায় আইন অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে সমবায় বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। যেমন- নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ।

গ) কার্যভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ কার্যভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমরা বৃহদার্থে শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যথা-

১. সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে, তাকে সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এরা আমানত গ্রহণ করে, ঋণদান করে চেকের মূল্য পরিশোধসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

২. বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে এরূপ ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি।

৩. বিনিময় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ যে বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় এবং আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে জড়িত থাকে, তাকে বিনিময় বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এই ব্যাংকের কার্যের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক বিনিময় বিল ভাংগানো, প্রত্যয়পত্র খোলা, ব্যাংক ড্রাফট প্রচার এবং আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বৈদেশিক বিনিময় বিভাগ বা শাখা খুলে বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন করে আসছে।

৪. সঞ্চয়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ যে ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত ও অলস অর্থ সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণদান করে, তাকে সঞ্চয়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকই এরূপ কাজ করে থাকে। সঞ্চয়ী ব্যাংককে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাস্ত করতে পারিঃ

i) স্কুল সঞ্চয়ী ব্যাংক ঃ স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এরূপ ব্যাংক গঠিত হয়। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সপ্তাহে বা মাসে অল্প অল্প অর্থ জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। ফলে তারা সঞ্চয়ে উৎসাহী হয়ে উঠে। পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশে এরূপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ii) শ্রমিক সঞ্চয়ী ব্যাংক ঃ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এরূপ ব্যাংক গঠন করা হয়, শ্রমিকদের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্রীভূত করে লাভজনক বিনিয়োগই এই ব্যাংকের লক্ষ্য। বাংলাদেশে এরূপ ব্যাংক না থাকলেও জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও বৃটেনে এরূপ ব্যাংক দেখা যায়।

iii) ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংক ঃ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের লোকদের বিশেষ করে মহিলাদের সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধির জন্য ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ব্যাংকে লাভের হার বেশি বলে অনেকেই টাকা সঞ্চয়ে উৎসাহী হচ্ছে।

৫. মিশ্র বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত স্বল্প মেয়াদী ঋণদান করে থাকে। কিন্তু যে বাণিজ্যিক ব্যাংক একই সাথে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান করে, তাকে মিশ্র ব্যাংক বলা হয়।

ঘ) ব্যাংকিং পদ্ধতিভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ ব্যাংকিং পদ্ধতির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ৫ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. একক ব্যাংকিং ঃ যে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি মাত্র অফিসের মাধ্যমে সকল ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে, তাকে একক ব্যাংকিং বলে। এরূপ ব্যাংকের পৃথক কোন শাখা থাকে না। এক শাখা নিয়েই তার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আমাদের দেশে না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যাংকই এরূপ ধরনের।

২. শাখা ব্যাংকিং ঃ যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।

৩. চেইন ব্যাংকিং ঃ যে ব্যাংক ব্যবস্থায় একই জাতীয় কতিপয় ব্যাংক বৃহদায়তন ব্যাংকিং সুবিধা অর্জনের জন্য নিজেদের মূলধন, কর্মচারি ও স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে একই নিয়ন্ত্রণের অধীনে পরিচালিত হয়, তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে। এই অবস্থায় তারা যৌথ ব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. গ্রুপ ব্যাংকিং ঃ যখন একই প্রকৃতির কতিপয় দুর্বল ব্যাংক একটি শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালনা করে তাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে। যে ব্যাংকের অধীনে সকলে একতাবদ্ধ হয়, তাকে হোল্ডিং কোম্পানি এবং জোটভুক্ত ব্যাংকগুলোকে বলা হয় সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ ব্যাংক।

৫. মিশ্র ব্যাংকিং ঃ যখন কোন ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে একই সাথে আমানত গ্রহণ, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋনদান এবং লাভজনক বিভিন্ন খাতে অর্থ বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তাকে মিশ্র ব্যাংকিং বলা হয়। আমানত ব্যাংকিং এবং বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর যৌথ এবং সম্মিলিত রূপই হলোই মিশ্র ব্যাংকিং।

ঙ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ এর আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ২টি শ্রেণীতে বিন্যাস্ত করা যায়, যাথাঃ

১. তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ কতিপয় আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে সকল বাণিজ্যিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাদেরকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংক।

২. অতালিকাভুক্ত ব্যাংক ঃ যে সকল ব্যাংক শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে পারে না, তাকে অতালিকাভুক্ত ব্যাংক বলা হয়। বাংলাদেশে এরূপ ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে দি রাজশাহী ব্যাংক লিঃ, দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি।

পাঠ-সংক্ষেপ

বাণিজ্যিক স্বার্থে অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক গঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এই ব্যাংক এক পক্ষের নিকট থেকে স্বল্প সুদে অর্থ গ্রহণ করে এবং বেশি সুদে অপর পক্ষকে ঋণ দান করে। এই দুই এর মধ্যবর্তী অর্থই হলো ইহার মুনাফা।

বাণিজ্যিক ব্যাংককে মালিকানা, গঠন প্রকৃতি, কার্যাবলী, ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক - এই ৫(পাঁচ) শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে সরকারি, বেসরকারি, যৌথ মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক।

গঠন প্রকৃতির দিক থেকে ইহাকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়; এক মালিকানা, অংশীদারী, যৌথ কোম্পানি, সরকারি এবং সমবায় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পাদিত কার্যাবলীর আলোকে ইহাকে সাধারণ, বিশেষায়িত, বিনিয়োগ, সঞ্চয়ী এবং মিশ্র ইত্যাদি রূপে বিন্যাস্ত করা যায়।

ব্যাংকিং পদ্ধতির আলোকে ইহাকে একক, শাখা, চেইন, গ্রুপ এবং মিশ্র ব্যাংকিং হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। অপর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে ইহাকে তালিকাভুক্ত এবং অ-তালিকাভুক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে কোন ব্যাংক বলা হয়?

ক. অতালিকাভুক্ত ব্যাংক　　খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

গ. একক ব্যাংক　　ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত কি কাজ করে?

ক. পরের ধনে পোদ্দারী　　খ. ঋণ আদান-প্রদান

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা হিসাবে কাজ করে　　ঘ. সব কটি

৩. আমানত গ্রহণ এবং ঋণদান এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অর্থই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের কি?

ক. মূলধন　　খ. বিনিয়োগ

গ. বন্টন　　ঘ. মুনাফা

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংককে বৃহদার্থে কটি ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ৫টি　　খ. ৪টি

গ. ৩টি　　ঘ. ৯টি

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংককে কতো ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ ভাগে　　খ. ৫ ভাগে

গ. ৩ ভাগে　　ঘ. ৭ ভাগে

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী এবং নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ঃ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের সাথে মিল রেখে বাণিজ্যিক আরো কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের আধুনিক কার্যাবলীকে আমরা বৃহদার্থে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারে। যথা-

ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী

খ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

গ) জনহিতকর বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী

ঘ) বিবিধ কার্যাবলী।

নিম্নে এসকল কার্যক্রম বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী (General Banking Functions) ঃ

একটি আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলীকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিন্যস্ত করতে পারি। যথা-

১. **আমানত গ্রহণ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করা। ইহা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের বিক্ষিপ্ত ও অলস আমানত গ্রহণ করে উৎপাদনমুখী কাজে ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণ চলতি হিসাব, স্থায়ী হিসাব এবং সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে থাকে। চলতি আমানতের উপর ব্যাংক কোন সুদ দেয় না, সঞ্চয়ী আমানতে স্বল্প সুদ দেয় এবং স্থায়ী আমানতের উপর সর্বোচ্চ হারে সুদ প্রদান করে।

   জনগণের আমানত গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং লাভজনক বিনিয়োগ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের মূলধন গঠন এবং ইহার উপযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২. **ঋণ প্রদান ঃ** আমানত হিসেবে যে অর্থ সংগ্রহ করে তার কিছু অংশ আমানতকারীদের দৈনন্দিন দাবি মিটানোর জন্য রেখে বাকি অংশ দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করে। সাধারণ নগদ ঋন, জমাতিরিক্ত ঋণ এবং বিনিময় বিল বাট্টা করে বাণিজ্যিক ব্যাংক এরূপ ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংক সাধারণত আমানতের উপর কম সুদ বা মুনাফা দেয় এবং প্রদত্ত ঋণের উপর অধিক হারে সুদ বা লাভ আদায় করে। এই দুই এর পার্থক্যই হলো ইহার মুনাফা।

৩. **ঋণ আমানত সৃষ্টি ঃ** মক্কেলদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের ঋণ মঞ্জুর করে নগদে প্রদান না করে ১টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। ফলে মক্কেলদের হিসাবে মঞ্জুরকৃত ঋণের টাকা জমা থাকে এবং সে প্রয়োজন মোতাবেক চেক কেটে টাকা উত্তোলন করে। এভাবে ঋণ মঞ্জুর করে ব্যাংক নতুন আমানত সৃষ্টি করে। যা ব্যাংকের তহবিল ও ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৪. **সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন সুবিধা ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে তার নিকট সঞ্চিত অর্থ মক্কেলদের চাহিবামাত্র প্রদান করে থাকে। চলতি হিসাব থেকে মক্কেল কার্যদিবসে যতোবার খুশি টাকা উত্তোলন করতে পারে। সঞ্চয়ী হিসাবে নিয়মমাফিক সপ্তাহে দুই বার এবং মেয়াদী হিসাবে মেয়াদ শেষে মুনাফাসহ টাকা উত্তোলন করা যায়।

৫. **বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক পূর্বে নোট বা মুদ্রা প্রচলন করতে পারতো। বর্তমানে তা না করলেও চেক, ক্রেডিট কার্ড, ড্রাফট, পে-অর্ডার, প্রত্যয়পত্র, বিনিময় বিল ইত্যাদি প্রচলন করে থাকে। এগুলো হস্তান্তরযোগ্য, পণ্য মূল্য পরিশোধ ব্যাপক ব্যবহৃত হয়ে বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

৬. **লাভজনক বিনিয়োগ ঃ** মুনাফা অর্জন মূল্য উদ্দেশ্য বলে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অব্যবহৃত আমানত সর্বোচ্চ লাভজনক বিনিয়োগে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে মূলধনের নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ মুনাফা এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনা করে অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৭. **মূলধন গঠন ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা স্থাপন করে জনগণের থেকে অর্থ সঞ্চয় করা, এই সঞ্চিত অর্থ দেশের মূলধন গঠনে এবং দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের অর্থ যোগানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৮. **বিনিময় বিল বাট্টাকরণ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিল মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নির্দিষ্ট হারে ভাংগিয়ে তাদের অর্থের যোগান দেয়। ফলে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই অর্থ পেয়ে ব্যবসায়ীগণ উপকৃত হয় এবং প্রাপ্ত বাট্টা ব্যাংকের লাভ হিসেবে থাকে।

৯. **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য ঃ** দেশের অর্থ ও মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কেন্দ্রীয়ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

১০. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমদানি-রপ্তানি তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে সকল প্রকার সাদৃশ্য সহযোগিতা করে থাকে। মক্কেলের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিনিময় বিলে স্বীকৃত দেয়, বিনিময় হার নির্ধারণ করে এবং ব্যাংক ড্রাফট বা মেইল ট্রান্সফার বা টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে বৈদেশিক দেনা-পাওনা নি□/ত্তি করে থাকে।

খ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী (Agency Functions) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবেও অনেক কাজ করে থাকে। যার মধ্যে রয়েছেঃ

১. **বিবিধ অর্থ আদায় এবং পরিশোধ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিনিধি হিসেবে মক্কেলের পক্ষে চেক, বিনিময় বিল, ড্রাফট, হুন্ডি ইত্যাদির টাকা সংগ্রহ করে তার (মক্কেলের) হিসাবে জমা করে। অপর দিকে মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে চাঁদা, প্রিমিয়াম, ভারা, বিল পরিশোধ করে এবং মক্কেলের হিসাবে তা ডেবিট (বিয়োগ) করে।

২. **শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলের পক্ষে তার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় সাহায্য করে থাকে। অপর দিকে সরকারি বন্ড, সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়েও ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাহায্য করে। এসকল কাজের বিনিময়ে সে কমিশন পেয়ে থাকে।

৩. **অছি হিসেবে দায়িত্ব পালন ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় মক্কেলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে তার সম্পত্তির অছি বা জিম্মাদের দায়িত্ব পালন করে। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং মৃত ব্যক্তির উইলের শর্তানুযায়ী তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেয়।

৪. **গোপনীয়তা রক্ষা ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলের অর্থ, তথ্য ও হিসাবের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে। আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই ব্যাংক এই কাজ করে থাকে।

৫. **নিরাপত্তা বিধান ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের সঞ্চিত সকল আমানতের নিরাপত্তা বিধান করে। অপর দিকে লকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মক্কেলদের মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন অলংকার, দলিলপত্র, বন্ড, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৬. **বিলে স্বীকৃতি এবং অর্থ প্রেরণ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দেয় এবং মক্কেলের পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করে থাকে।

৭. **অবলেখক হিসেবে কাজ ঃ** সমাজে নতুন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অবলেখক হিসেবে ইহার শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রির দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রহণ করে। ব্যাংক কখনো নিজেই তা কিনে নেয়। ফলে নতুন কোম্পানির শেয়ার-ঋণপত্র বিক্রির অনিশ্চয়তা হ্রাস পায়।

৮. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে নিকাশ ঘরের দায়িত্ব করে সরকারের পক্ষে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণা সভা সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে।

গ) জনহিতকর বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী (Public Utility Functions) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত জনহিতকর বা কল্যাণমূলক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে-

১. **অর্থ প্রেরণ ঃ** বিভিন্ন প্রয়োজনে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা প্রেরণ বা স্থানান্তরের দরকার হয়। এক্ষত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাপক ভাবে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে অর্থ প্রেরণে সাহায্য করে থাকে।

২. **নগদ ক্রয়ের ঝুঁকিহ্রাস ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ইস্যুকৃত চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রাম্যমান চেক ইত্যাদি ব্যবহার করে নগদ অর্থ ছাড়াই প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী কেনা যায়। ফলে ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৩. **অর্থসংস্থান ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময় বিল গ্রহণ ও বাট্টা করে। প্রত্যয়পত্র ইস্যু ও পুনঃ ইস্যু করে থাকে। ফলে অর্থের জরুরী দরকার হলে ব্যবসায়ীগণ বাণিজ্যিক ব্যাংকেই এসব সুযোগ গ্রহণ করে অর্থের সংস্থান করতে পারে।

৪. **ভ্রমণকারীদের সাহায্য ঃ** ক্রেডিট কার্ড, ড্রাফট, ভ্রাম্যমান চেক ও চেক ইস্যুকরে ভ্রমণে উৎসাহী জনগণকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে থাকে।

৫. **স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের যেমন- ব্যবসায়ী, বিদেশ ভ্রমণে আগ্রহী ব্যক্তি এবং বিদেশে পড়াশুনায় আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে সনদ পত্র প্রদান করে থাকে।

৬. **পরামর্শ প্রদান ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের প্রয়োজনে বিবিধ বিষয়ে যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শিল্প, বিনিয়োগ, আয়কর, অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

ঘ) বিবিধ কার্যাবলী ঃ উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক আরো কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে-

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের সুবিধার্থে অনেক সময় সালিশ হিসেবে কাজ করে।

২. ইহা দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৩. ইহার সকল শাখার কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. ইহার জনশক্তির উন্নয়নে নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

৫. ব্যাংক ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংক তার কার্যক্রমের সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করে।

৭. বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে ব্যাংক সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি ইত্যাদি শেয়ার হোল্ডারদের অবহিত করে।

৮. ব্যাংকিং কার্যক্রমের উপর নিয়মিত বিভিন্ন রিপোর্ট ও সাময়িকী প্রকাশ ও প্রচার করে।

৯. বৎসরে একবার 'সেবা সপ্তাহ' পালন করে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের চেষ্টা করে।

উপরোক্ত কার্যাবলীর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মেনে চলে, গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা চালায়। প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যাংকিং ব্যবসায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা ও কার্য পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালা (Principles of Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এক পক্ষের নিকট থেকে সম্পর্কে সুদে সংগৃহীত আমানত অপর পক্ষ বর্ধিত সুদে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জনই ইহার মূল উদ্দেশ্য। তাই তাকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ কাজে, বর্ধিত সুদে ঋণদান ও বিনিয়োগ কাজে তাকে সর্বোচ্চ দক্ষতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়। এসব কাজে সাফল্য সুনিশ্চিত্যের জন্য তাকে কতিপয় নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. **তারল্যের নীতি (Principle of Liquidity) ঃ** এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নীতি। এই নীতির মূল কথা হলো- মক্কেলদের জমাকৃত অর্থ চাহিবা মাত্র ফেরৎ দেয়ার ক্ষমতা। এই নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অভিজ্ঞতার আলোকে কাম্য মাত্রায় বা নির্দিষ্ট পরিমাপের অর্থ সব সময় নগদ সংরক্ষণ করে। যাতে করে এক দিকে চাহিবামাত্র মক্কেলদের চেকের অর্থ পরিশোধ করা যায়। অপর দিকে বর্ধিত তারল্য বা নগদ অর্থ সংরক্ষণে ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস না পায়।

২. **নিরাপত্তার নীতি (Principle of safety) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাণ হলো আমানতকারীদের অর্থ। তাই এই আমানতের এবং বিনিয়োগের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকের নৈতিক দায়িত্ব। এজন্য তাকে ঋণদানে সতর্ক হতে হয় এবং ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত সিকিউরিটি রাখতে হয়।

৩. **স্বচ্ছলতার নীতি (Principle of solvency) ঃ** আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন ও আর্থিক সংগতি থাকতে হয়। লাভজনক বিনিয়োগ ও আমানতকারীদের আস্থা অর্জনে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

৪. **দক্ষ বিনিয়োগ নীতি (Efficient investment policy) ঃ** সংগৃহীত আমানত বিনিয়োগ করেই বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। তাই এই বিনিয়োগ যত দক্ষ ও ফলদায়ক হবে ইহার অর্জনও ততো বেশি হবে। এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে সবচেয়ে লাভজনক ও নিরাপদ খাতে অর্থ বিনিয়োগে সচেষ্ট হতে হয়।

৫. **মুনাফার্জন নীতি (Principle of profit earning) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাকে একদিকে অধিক আমানত সংগ্রহে, সংগৃহীত আমানত থেকে কাম্য মাত্রায় তারল্য রেখে বাকী তহবিল সর্বোচ্চ মুনাফাজনক খাতে বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হয়।

৬. **আস্থা অর্জন নীতি (Principle of creating confidence) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক যেহেতু 'পরের ধনে পোদ্দারী করে' সেহেতু তাকে আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের নিকট গভীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। তাই ইহা এই নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে সকল পন্থায় জনগণের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের সকল চেষ্টা করে থাকে। অন্যথায় ইহা টিকে থাকতে পারে না।

৭. **সঞ্চয় নীতি (Principle of saving) ঃ** সঞ্চয়ের উপরই বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত, বিনিয়োগ, মুনাফা এবং টিকে থাকা নির্ভর করে। তাই এই নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বোচ্চ আমানত সংগ্রহের জন্য জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহী করে, স্পৃহা জাগ্রত করে এবং কখনো বর্ধিত সুযোগ সুবিধাও প্রদান করে থাকে।

৮. **মিতব্যয়িতার নীতি (Principle of economy) ঃ** বর্ধিত সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মুনাফা কখনোই সাফল্যের নিশ্চয়তা দিবে না। যদি না সর্ব ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা বা ব্যয় সংকোচ অর্জিত হয়। এই নীতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংক সঞ্চয় সংগ্রহ, বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাসহ সর্ব ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অপচয় হ্রাস ও মুনাফা বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

৯. **উত্তম সেবার নীতি (Principle of better service) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংককে তার সাফল্য নিশ্চিতের জন্য আমানতকারী ও গ্রাহকদের উত্তম সেবা নিশ্চিত করতে হয়। প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যাংকিং ব্যবসায়ে আমানতকারীগণ যেখানে ভালো সেবা, সুযোগ-সুবিধা পায় সেখানেই অর্থ সঞ্চয় করে। তাই উত্তম সেবা দিয়ে তাকে মক্কেলদের মধ্যে বিশেষ ইমেজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

১০. **সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা নীতি (Principle of efficient management) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর। এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে ফলদায়ক জনশক্তি পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হয়, দক্ষতার সাথে কর্মী বাহিনী নিয়োগ করতে হয়, প্রশিক্ষণ দিতে হয়। অপরদিকে, ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি, কলাকৌশল ও নীতিমালা সঠিকভাবে মেনে চলতে হয়। ফলশ্রুতিতে সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

১১. **বিশেষায়নের নীতি (Principle of specialization)** ঃ এই নীতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংককে তার সকল কার্যক্রমকে কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। অতঃপর কর্মীদের যোগ্যতার আলোকে কার্য বন্টন করে দেয়া হয়। কখনো বিশেষ শাখাকে বিশেষ ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শাখার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ফলদায়কতা বৃদ্ধি পায়।

১২. **সময়ানুবর্তিতার নীতি (Priniciple of punctuality)** ঃ এই নীতির মূল কথা হলো সময়ের প্রতি সজাগ থেকে দ্রুততার সাথে মক্কেলদের সেবা প্রদান করা। মক্কেলদের চেক পরিশোধ, অর্থজমা, ডি.ডি., টি.টি., এবং অন্যান্য সেবাদানে ব্যাংককে সতর্ক হতে হবে, যেন অযথা সময় নষ্ট না হয়।

১৩. **গোপনীয়তার নীতি (Principle of secrecy)** ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি মূলনীতি হলো মক্কেলের হিসাব সংক্রান্ত সকল তথ্য যেমন জমা, উত্তোলন, লকারে সংরক্ষিত মূল্যবান সম্পদ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা। এতে ব্যাংকের প্রতি মক্কেলদের অবস্থা বৃদ্ধি পায়।

১৪. **সুসম্পর্কের নীতি (Principle of better relation)** ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ (কর্মী-ব্যবস্থাপনা) এবং বাহ্যিক (মক্কেল-ব্যাংকের) সুসম্পর্ক স্থাপন ও সংরক্ষণ করা। এই সম্পর্ক যতো ভালো হবে ব্যাংকের সেবার মান ততো উন্নত হবে।

১৫. **প্রচারের নীতি (Principle of publicity)** ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে মক্কেলদের আস্থা ও বিশ্বাসের উপর। এই ক্ষেত্রে প্রচারের নীতি অতি জরুরী। সংবাদপত্র, বেতার, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রচার কার্যের দ্বারা স্বীয় উপস্থিতি, সেবা কর্মাদি, স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা-অভিজ্ঞতার কথা সহজেই জনগণকে অবিহিত করা যায়।

১৬. **উন্নয়নমূলক নীতি (Principle of development)** ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো ত্রিপাক্ষিক উন্নয়ন। ব্যাংক তার সার্বিক কার্যক্রমের দ্বারা নিজের মক্কেলদের এবং সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করে থাকে।

১৭. **শাখা স্থাপন নীতি (Principle of branch establishment)** ঃ ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল এলাকায় শাখা স্থাপনের নীতি অনুসরণ করতে হয়। এই নীতির আলোকে ব্যাংক নূতন শাখা স্থাপনে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প এলাকা, জনবহুল এলাকা এবং লোকজনের জীবন যাত্রার মান ইত্যাদি বিবেচনা করে থাকে।

১৮. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুসম্পর্ক নীতি (Principle of good-relation with central Bank)** ঃ তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংককে সর্বদাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রেখে চলতে হয়। সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ মানতে হয় এবং বিনিময়ে সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

১৯. **সুনামের নীতি (Principle of goodwill)** ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক উপরে বর্ণিত সকল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে অর্থ বাজারে তার সুনাম প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা ও সেবা দ্বারা, তহবিলের নিরাপত্তা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা সব সময়ই সুনাম বৃদ্ধির অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

পাঠ-সংক্ষেপ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে বৃহদার্থে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী খ) প্রতিনিধিমূলক কার্যাবলী, গ) জনহিতকর বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী ঘ) বিবিধ কার্যাবলী।

ব্যাংক ব্যবসায়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কার্যাবলীকে আমরা সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী বলতে পারি, যার মধ্যে রয়েছে আমানত গ্রহণ, ঋণপ্রদান, ঋণ আমানত সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন, বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, মূলধন গঠন, বিল বাট্টাকরণ, ঋণ নিয়ন্ত্রণে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য।

ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে তা প্রতিনিধিত্ব কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে বিবিধ অর্থ আদায় ও পরিশোধ, শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়, অছি হিসেবে দায়িত্ব পালন, নিরাপত্তা বিধান, বিলে স্বীকৃতি ও অর্থ প্রেরণ, অবলেখকের দায়িত্ব পালন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি।

বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাকে যেমন অর্থ প্রেরণ, নগদ ক্রয়ের ঝুঁকিহ্রাস, অর্থসংস্থান, ভ্রমণকারীদের সাহায্য স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান ও পরামর্শ প্রদান। এসব ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক কাজ করে থাকে।

যথা- সালিশী করে, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে, শাখা খোলা ও তার পরিচালনা করে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করে গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে।

অপর দিকে সুষ্ঠুরূপে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনাম বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে কিছু আবশ্যকীয় নীতিমালা মেনে বলতে হয়। ইহার মূল নীতিালার মধ্যে রয়েছে তারল্য, নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা, দক্ষ বিনিয়োগ, মুনাফা অর্জন, আস্থা অর্জন, সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা, উত্তম সেবা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, বিশেষায়ণ, সময়ানুবর্তিতা, গোপনীয়তা, সুসম্পর্ক, প্রচার, উন্নয়ন, শাখা স্থাপন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক এবং সুনাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে বৃহদার্থে কতো ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ৩ ভাগে　　খ. ৪ ভাগে

গ. ৬ ভাগে　　ঘ. ৫ ভাগে

২. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলীর মূল হলো-

ক. আমানত গ্রহণ ও ঋণদান　　খ. আমানত গ্রহণ ও বিল বাট্টাকরণ

গ. ঋণ আমানত সৃষ্টি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ　　ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও বিল বাট্টাকরণ

৩. মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক যে কাজ করে, তাকে কি বলা হয়?

ক. প্রতিনিধি মূলক কার্যাবলী　　খ. সহায়ক কার্যাবলী

গ. জনহিতকর কার্যাবলী　　ঘ. বিবিধ কার্যাবলী

৪. অর্থ প্রেরণ, নগদ ক্রয়ের ঝুঁকি হ্রাস হলো কোন কার্যক্রমের মূল?

ক. সাধারণ কার্যক্রমের　　খ. কল্যাণমূলক কার্যক্রমের

গ. বিবিধ কার্যক্রমের　　ঘ. প্রতিনিধিত্ব কার্যক্রমের

৫. সুষ্ঠু ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, সুনাম বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে কিছু কি মেনে চলতে হয়?

ক. পরামর্শ-সহযোগিতা　　খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিক নির্দেশনা

গ. আবশ্যকীয় নীতিমালা　　ঘ. কোন টাই নয়।

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল নীতির মধ্যে রয়েছে

ক. তারল্য, নিরাপত্তা, বিনিয়োগ, মুনাফা

খ. প্রচার, উন্নয়ন, শাখা হ্রাস

গ. সঞ্চয়, সেবা, ব্যবহার

ঘ. মুনাফা, আস্থা, ব্যয় বৃদ্ধি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত ঋণ এবং ঋণ আমানত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত ঋণ ও ঋণ আমানতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত বা ঋণ সৃষ্টির শর্তাবলি, কৌশল বা পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

সংজ্ঞা ঃ আইনগত ভাবে বাণিজ্যিক টাকা বা মুদ্রা প্রচলন করতে পারে না। তবে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি, অর্থের উপযোগ ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

অর্থনীতিবিদ হার্টানী উইদার্স বলেন-"Every loan creates a deposit." অর্থাৎ প্রতিটি ঋণই একটি আমানত সৃষ্টি করে। অপর দিকে এম.এন. মিশরা বলেন- "Deposits create loans and loans create deposits." অর্থাৎ আমানত ঋণ সৃষ্টি করে এবং ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

আপনি জানেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চিত অলস অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে। সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ (২০%) তারল্য হিসেবে রেখে বাকিটা বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ প্রদান করে। তবে ঋণের টাকা সরাসরি না দিয়ে ঋণগ্রহীতার নামে হিসাব খুলে সেই হিসাবে জমা দেয়। ফলে প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকেই থেকে যায় এবং ব্যাংক আমানত বৃদ্ধি করে। ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজন অনুযায়ী চেক কেটে ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করে। সাধারণতঃ ঋণগ্রহীতা পুরো ঋণকৃত অর্থই একবারে তুলে নেয় না। ফলে ব্যাংক তা থেকে ১০% বা ২০% তারল্য রেখে বাকিটাকা পুনঃ ঋণ প্রদান করে সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ দান। ঋণদান থেকে আমানত পুনঃ আমানত থেকে ঋণদান প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। এই প্রক্রিয়ায় আমানত সৃষ্টিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত ঋণ এবং ঋণ-আমানত বলে। এই প্রক্রিয়ায় ঋণের পরিমাণ যতো বৃদ্ধি হয়, আমানতের পরিমাণও ততো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কখনো কখনো ইহা ৫ থেকে ১০ গুণ ঋণ আমানত সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে। তবে তা নির্ভর করে রিজার্ভ সংরক্ষণের হারের উপর। যেমন- ১০% হলে ১০ গুন এবং ২০% হলে ৫ গুণ ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

আমানত থেকে ঋণ বা ঋণ আমানত সৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য সংস্থায়ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- সম্পদ ক্রয়, বিনিময় বিলবাট্টাকরণ, শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়, জমাতিরিক্ত ঋণদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি ব্যাংক নগদ অর্থ পরিশোধ না করে "Account Payee" চেকের মাধ্যমে করে তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন আমানত সৃষ্টি হয়। নিম্নে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাক্যা করা হলো ঃ

মনে করুন মিঃ আমিন তার বিক্রমপুর ব্যাংক হিসেবে ২০,০০০ টাকা জমা দিল। ব্যাংক এই জমা থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য ১০% (২০,০০০*১০%)২,০০০ টাকা হাতে রেখে বাকী (২০,০০০-২০০০) ১৮,০০০ টাকা মিসেস রূপাকে ঋণ প্রদান করলো। মিসেস রূপাকেই টাকা নগদে না নিয়ে তার ব্যাংক হিসেবে জমা করা হলো। এই জমাকৃত টাকায় ১০% (১৮০০০*১০%) অর্থাৎ ১৮০০ রেখে ব্যাংক মিঃ নাবিলকে ১৬,২০০ টাকা ঋণ প্রদান করলো। এবং পূর্ব নিয়মেই নগদে টাকা না দিয়ে মিঃ নাবিলের ব্যাংক হিসেবে জমা করলো। এই জমাকৃত টাকা থেকে ১০% অর্থাৎ ১,৬২০ টাকা তারল্য রেখে বাকি ১৪,৫৮০ টাকা মিসেস আনিকাকে প্রদান করলো। এর ফলে দেখা যয় ৩(তিন) অর্থাৎ রূপা, নাবিল ও আনিকার হাত বদল হয়ে মিঃ আমিনের ২০,০০০ টাকার আমানত ব্যাংকের জন্য ২০,০০০+১৮,০০০+১৬,২০০+১৪,৫৮০=৬৮,৭৮০ টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এইরূপে আমানত পুনঃ ঋণদানের সুযোগ মতো বেশি হবে, ব্যাংকের ঋণ আমানতের পরিমাণও ততো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যা একটু গভীর চিন্তা না করলে বুঝা যাবে না। তবে এই ঋণ আমানত সৃষ্টির মূল ক্রেডিট প্রাপ্য কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়-আমানতকারী। এই উদাহরণের ক্ষেত্রে মিঃ আমিন। কারণ তাঁর আমানত থেকেই ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের সুনামও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

ঋণ আমানত সৃষ্টির শর্তাবলী (Conditions for creation of loan deposits) ঃ

আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে পুনঃ কয়েকগুণ বর্ধিত হারে আমানত সৃষ্টি হয়। তবে ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তাবলির উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. ব্যাংকিং সুবিধা সবার নিকট পৌঁছে দেবার জন্য দেশে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকতে হবে।

২. প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের দেশের সর্বত্র শাখা থাকতে হবে;

৩. অর্থ বাজারে অর্থ ও ঋণের প্রচুর সরবরাহ থাকতে হবে;

৪. অর্থ ও ঋণের সরবরাহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে;

৫. দেশের ব্যাংকিং সিস্টেম সম্পর্কে এবং ব্যাংকে আমানত জমা রাখা এবং প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা থাকতে হবে;

৬. অর্থ ও ঋণদান কার্যক্রম সহজ ও দ্রুততর করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুষ্ঠু, কার্যকর ও প্রগতিশীল ঋণদান নীতি থাকতে হবে।

এই সকল শর্তাবলির উপস্থিতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতিজরুরী।

ঋণ আমানত সৃষ্টির পদ্ধতি বা কৌশল (Methods creation of credit or loan deposits) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক টাকা তৈরি করতে না পারলেও ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশলগুলোকে আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করতে পারি ঃ

১. **জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে ঃ** জনগণ তাদের সঞ্চিত অলস অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে। যা ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত। এই প্রাথমিক আমানতের একটি ক্ষুদ্র অংশ সংরক্ষিত রেখে ব্যাংক বৃহদ অংশ ঋণদান করে। ফলে আমানত থেকে ঋণের সৃষ্টি হয়। ঋণ পুনঃ আমানত গঠনে এবং আমানত পুনঃ ঋণ গঠনে সাহয্য করে। এভাবে একটি প্রাথমিক আমানত থেকে কয়েকগুণ ঋণ আমানতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে তা রিজার্ভে সংরক্ষণের হারের উপর নির্ভরশীল। নিম্নের সূত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

$a \propto \frac{1}{r}$

এখানে, a = প্রাথমিক মূল আমানত = ২০,০০০

r = বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণের হার = ১০%

এক্ষেত্রে প্রাথমিক আমানত থেকে সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ হলো ঃ

২০,০০০ * $\frac{1}{10\%}$ = ২০,০০০*$\frac{1}{0.1}$ = ২০,০০০*১০= ২,০০,০০০ টাকা।

অপর যদি বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণের হার ২০% হয় তবে

২০,০০০*$\frac{1}{20\%}$ = ২০,০০০*$\frac{1}{0.2}$ = ২০,০০০*৫ = ১,০০,০০০ টাকা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংরক্ষিত রিজার্ভের পরিমাণ ২০% হলে প্রাথমিক আমানত হবে ১০ গুণ অর্থাৎ ২,০০,০০০ টাকা এবং ইহা ২০% হলে প্রাথমিক আমানত হবে ৫ গুণ অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা আমানতের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে আমানত বা ঋণ এই বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা দিতে হবে এমন কথা নেই। যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা দিলেই চলবে।

২. **ঋণদানের মাধ্যমে ঋণ আমানতের সৃষ্টি ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কোন ব্যাংকিং বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রদান করে তখন ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকে একটি হিসাব খোলার অনুরোধ করে। নগদে ঋণের অর্থ পরিশোধ না হলে ব্যাংক হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। উক্ত হিসাব থেকে ঋণ গ্রহীতা পুরো অর্থ একবারে উত্তোলন না করে প্রয়োজন আলোকে চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে থাকে। ফলে প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকেই থেকে যায় এবং আমানত সৃষ্টি করে।

৩. **সম্পদ ক্রয় করে ঋণ আমানত সৃষ্টি ঃ** সম্পদ ক্রয়ের মাধ্যমেও বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে থাকে। ব্যাংক যখন কোন সম্পদ ক্রয় করে ইহার মূল্য নগদে পরিশোধ না করে দাতা টাকা চেকের মাধ্যমে তা পরিশোধ করে থাকে। ফলে প্রাপক চেকটি তার ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়। এতে করে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পায়।

৪. **বিনিময় বিল বাট্টাকরণ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কোন বিনিময় বিল বাট্টাকরে তখন ইহার মুল্য দাগকাটা চেকে পরিশোধ করে। ফলে চেকটি পুনঃ ব্যাংক হিসেবে এসে জমা হয় এবং ব্যাংক আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৫. **শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয় ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় শেয়ার, সিকিউরিটি, ঋণপত্র সরকারি বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ ও আমানত সৃষ্টি করে থাকে। ক্রয়কৃত শেয়ার, সিকিউরিটি, ঋণপত্র বন্ড ইত্যাদির মূল্য ব্যাংক দাগকাটা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে ঋণ সৃষ্টি করে। অপর দিকে চেকের মূল্য বিক্রেতার ব্যাংক হিসাবে জমা হয়ে আমানত সৃষ্টি করে।

৬. **জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান ঃ** ব্যাংক অনেক সময় তার গ্রাহক ঋণ চেকের মাধ্যমে দেয়া হয় এবং মক্কেল তার হিসেবে ইহা জমা করে। প্রয়োজনে চেকের মাধ্যমে টাকা উঠিয়ে নেয়। এইভাবে ব্যাংকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রতিবন্দকতা (Limitations of creating loan deposits) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা প্রচুর হলেও অনেক সময় বিভিন্ন কারণে এক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা গুলোকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি ঃ

১. **নগদ তহবিলের স্বল্পতা ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা নির্ভর করে নগদ জমার পরিমাণের উপর। জমার পরিমাণ থেকে একটি অংশ সংরক্ষিত রেখে বাকিটা ঋণ দেয়া হয়। তাই জমা পরিমাণের উপর ঋণের মাত্রা নির্ভর করে। অনেক সময় নগদ জমা তহবিলের স্বল্পতার কারণে ব্যাংক ইচ্ছে থাকলেও পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করতে পারে না।

২. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ঃ** দেশের অর্থ ও ঋণের সজার নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ঋণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংরক্ষিত রিজার্ভের পরিমাণ বা বাট্টার হার বৃদ্ধি করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৩. **ঋণগ্রহীতার অভাব ঃ** বাজারে ঋণের চাহিদা না থাকলে বা মন্দাভাব দেখা দিলে কেহই বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে চায় না। ফলে ঋণগ্রহীতার অভাবের কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পক্ষে ইচ্ছামাফিক পর্যাপ্ত ঋণদান করা সম্ভব হয় না।

৪. **যথার্থ জামানত বা নিরাপত্তার অভাব ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদানের পূর্বে ইহার নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে চায় এবং যথার্থ জামানত বন্ধক রেখে থাকে। অনেক সময় যথার্থ জামানত না পেয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান থেকে বিরত থাকে।

৫. **অর্থ বাজারের মন্দাভাব ঃ** দেশের অর্থ ও ঋণের বাজারে যদি মন্দাভাব দেখা দেয় তবে সবাই নতুন অর্থ বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। ফলে ঋণদান আশানুরূপ হয় না।

৬. **কু-ঋণের প্রভাব ঃ** প্রদত্ত ঋণ মেয়াদ শেষে আদায় না হলে বা বাধার সৃষ্টি হলে কু-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই যখন কু-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন ব্যাংক ইচ্ছাকৃতভাবেই নতুন ঋণদানে আগ্রহী হয় না।

৭. **বাজারে নগদ অর্থের প্রাচুর্যতা ঃ** অনেক সময় জনগণ তাদের সঞ্চিত ও অলস অর্থ ব্যাংকে না রেখে হাতেই রেখে দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ এবং সাথে সাথে ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৮. **সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ঃ** দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না বলে, অস্থিরতা দেখা দিলে বাজারে ঋণের চাহিদা কমে যায়। অপর দিকে ব্যাংক নিজের থেকেও এরূপ পরিস্থিতিতে কম ঋণ দিয়ে থাকে।

৯. **প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঃ** আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে যদি প্রতিকূল প্রভাব বা মন্দাভাব সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে দেশীয় অর্থ বাজারেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে লোকজন ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হয় না। ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পাঠ-সংক্ষেপ

বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ বা মুদ্রা প্রচলন করতে না পারলেও ঋণদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি, অর্থের উপযোগ ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের অলস অর্থ সংগ্রহ করে তা থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষিত রেখে বাকি অর্থ অন্যান্যদের ঋণ প্রদান করে। এই ঋণদান নগদ না দিয়ে ব্যাংক হিসাবের মাধমে দেয়া হয়। ফলে গ্রহীতার ঋণ ব্যাংকে আমানত সৃষ্টি করে। ব্যাংক পুনঃ এই আমানতের একটি অংশ সংরক্ষিত রেখে বাকিটা ঋণদান করে। এভাবে ব্যাংকের আমানত ঋণ এবং ঋণ আমানত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। যা কখনো ৫ থেকে ১০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এই ঋণ আমানত সৃষ্টি ৬টি শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তগুলো অনুকূলে থাকলে ঋণ আমানত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত যে প্রক্রিয়ায় অর্জিত হয়, তাকেই ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশল বা পদ্ধতি বলা যায়। এর মধ্যে রয়েছে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ, ঋণদানের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি, সম্পদ ক্রয় করে, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, শেয়ার সিকিউরিটি, ক্রয় এবং জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান।

বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে না। যার মধ্যে রয়েছে নগদ তহবিলের স্বল্পতা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি, ঋণ গ্রহীতার অভাব, যথার্থ জামানত বা নিরাপত্তার অভাব, অর্থ বাজারের মন্দাভাব, কু-ঋণের প্রভাব, বাজারে নগদ অর্থের প্রাচুর্যতা, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কি অর্থ ও মুদ্রা প্রচলন করতে পারে?

ক. হ্যাঁ　　খ. না

গ. মাঝে-মধ্যে পারে　　ঘ. কোনটাই ঠিক নয়।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত থেকে ঋণ প্রদান করে। আবার ঋণ থেকে কি সৃষ্টি করে?

ক. আমানত　　খ. মুনাফা

গ. বিনিয়োগ　　ঘ. সব কটি

৩. ২০,০০০ টাকা আমানতের জন্য যদি ১০% সংরক্ষিত তহবিল রাখতে হয়, তবে সর্বোচ্চ ঋণ আমানত কত টাকা হবে?

ক. ৪০,০০০ টাকা　　খ. ১,০০,০০০ টাকা

গ. ২,০০,০০০ টাকা　　ঘ. ৪,০০,০০০ টাকা

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃস্টি কয়টি শর্তের উপর নির্ভরশীল?

ক. ১০টি　　খ. ৯টি

গ. ৬টি　　ঘ. ৫টি

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রধান কৌশল কোনটি?

ক. জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ　　খ. বিল বাট্টাকরণ

গ. সম্পদ ক্রয়　　ঘ. শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা কোনটি?

ক. নগদ তহবিলের স্বল্পতা　　খ. কু-ঋণের প্রভাব

গ. ঋণ গ্রহীতার অভাব　　ঘ. ঋণ গ্রহীতার অভাব।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো বা বিভাগ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো বা বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

সাংগঠনিক কাঠামো বা বিভাগ (Organizational Structure or Department) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক আধুনিক সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অনেক কার্য সম্পাদন করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমকে সুষ্ঠু, সুশৃংখল, দক্ষতা ও ফলদায়কতার সাথে সম্পাদনের জন্য আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাঠামোকে বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত করা যায়। নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **নগদান বিভাগ (Cash Department) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো নগদান বিভাগ। নগদ অর্থ আদান-প্রদান সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। এই বিভাগের অভ্যন্তরে নগদ গ্রহণ ও নগদ প্রদান নামে ২টি কাউন্টার থাকে। নগদ গ্রহণ কাউন্টারের মাধ্যমে মক্কেলদের সকল প্রকার নগদ টাকা, চেক, হুন্ডি, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে নগদ প্রদান কাউন্টারের মাধ্যমে মক্কেলদের চেক, প্রাইজবন্ড ইত্যাদির টাকা পরিশোধ করা হয়।

   এই বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন ক্যাশিয়ারের সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারি সংশ্লিষ্ট থাকে। গ্রাহকদের সাথে এই বিভাগের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। তাই কার্য সময়ে তাদের ভদ্র, বিনয়ী, দক্ষ, সৎ এবং দায়িত্বশীল হতে হয়। এই বিভাগের দক্ষতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার উপরই সার্বিক সাফল্য ও সুনাম নির্ভর করে। তাই ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপককে এই বিভাগের উপর সার্বক্ষণিক সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

২. **আমানত বিভাগ (Deposit Department) ঃ** এই বিভাগ মক্কেল/গ্রাহক / জনসাধারণদের নিকট থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ করে থাকে। এই বিভাগের মূল কাজ হলো চলতি, স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের নিকট হতে অর্থ জমা গ্রহণ এবং তার সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ করা।

৩. **ঋণ বিভাগ (Credit Department) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গৃহীত আমানতের একটি অংশ সংরক্ষিত রেখে বাকিটা লাভজনক খাতে ঋণদান করে, বিনিয়োগ করে। এই বিভাগের মূল কাজ হলো বিভিন্ন লাভজনক খাতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অন্যান্য খাতে ঋণদান করা। এজন্য এ বিভাগকে আরো কিছু কার্য সম্পাদন করতে হয়, যেমন- কাকে, কোন খাতে কতো টাকা ঋণ দেয়া হলো, কতো সময়ের জন্য, কতো হার সুদে, ঋণের সুদ কতো হলো, কখন তা আদায় করতে হবে; ঋণের বিপরীতে কি জামানত রাখা হলো ইত্যাদি সকল তথ্যাদি এই বিভাগকে সংরক্ষণ করতে হয়।

৪. **সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ (Procurement and safe deposit Department) ঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বস্তরের জনগণের নিকট হতে মূল্যবান স্বর্ণলংকার, দলিলপত্র, সিকিউরিটি ইত্যাদি সংগ্রহ ও নিরাপদে সংরক্ষণ করে। এই বিভাগের মাধ্যমে প্রত্যেক আমানতকারীকে একটি করে লকার ও তার ১টি চাবি হস্তান্তর করা হয়। অপর চাবিটি ব্যাংকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নিকট সংরক্ষিত থাকে। লকার সুবিধা গ্রহণের জন্য গ্রাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিতে হয়।

৫. **বৈদেশিক বিনিময় বিভাগ (Foreign Exchange Department) ঃ** আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রায় প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এই বিভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সমাধা করে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন, বৈদেশিক বিনিময় বিল ভাংগানো, প্রত্যয়পত্র খোলা ও ভাংগানো, বৈদেশিক হুন্ডি ইস্যুকরা, টেলিগ্রাফিক ও মেইল ট্রান্সফার ইত্যাদি। এসকল কার্য সমাধা করার

জন্য এই বিভাগের স্টাফদের বৈদেশিক বিনিময়, বৈদেশিক বাণিজ্যের দলিলপত্র ও নিয়মকানুন, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ও শুল্ক বিধি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়।

৬. **কর্মী বিভাগ (Personnel Department) ঃ** এই বিভাগ ব্যাংকের কর্মী (অফিসার ও কর্মচারী) সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে কর্মীর সম্ভাব্য সংখ্যা স্থির, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছাটাই, সুযোগ-সুবিধা স্থির ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়ে কাজ করা। এর মাধ্যমে একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

৭. **প্রশাসনিক বিভাগ (Administrative Department) ঃ** প্রশাসনিক বিভাগের কাজ বলো ব্যাংকের সকল বিভাগ ও শাখার কার্য পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা। এই বিভাগের সাফল্যের উপরই ব্যাংকের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে।

৮. **জনসংযোগ বিভাগ (Public Relations Department) ঃ** ব্যাংকের মক্কেল এবং দেশের সকল জনসাধারণের সাথে ব্যাংকের সংযোগ রক্ষা করাই এই বিভাগের কাজ। এই বিভাগের মাধ্যমে ব্যাংকের সকল তথ্যাদি, কর্মসূচি মক্কেল ও সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা হয়।

৯. **নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন বিভাগ (Audit and Inspection Department) ঃ** নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগের কাজ হলো ব্যাংকের সকল শাখা ও বিভাগের কার্যক্রম পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা, ভুলত্রুটি খুঁজে বের করা এবং ভুলত্রুটি খুঁজে পেলে তার জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. **উন্নয়ন বিভাগ (Development Department) ঃ** ব্যাংকের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ ও পরিচালনা করা এই বিভাগের মূল কাজ। যার মধ্যে রয়েছে শাখা খোলা, সেবার বিস্তার করা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১১. **সংস্থাপন বিভাগ (Establishment Department) ঃ** এই বিভাগে বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা পরিচালনা, নূতন খোলা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লজিষ্টিক সুবিধা নিশ্চিত করার সাথে জড়িত থাকে।

১২. **কর্মী কল্যাণ বিভাগ (Staff welfare Department) ঃ** ব্যাংকের সকল কর্মীর (অফিসার, কর্মচারী) সাথে সাথে তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এই বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

১৩. **আইন বিভাগ (Legal Department) ঃ** এই বিভাগ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইনগত দিক দেখাশুনা করে থাকে।

এসকল বিভাগই শেষ কথা নয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনে আরো নতুন নতুন বিভাগ খুলে তার অর্থ ও সেবার পরিধি বিস্তার করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। ব্যাংকের বিভাগ যতো বেশি হবে, ইহার কর্ম ও সেবার পরিধি এবং মক্কেলদের সাথে সম্পর্ক ততো উন্নত হবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ভূমিকা (Role of commercial Banks in the Economic Development) ঃ

দেশের কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব এবং ভূমিকা অপরিসীম। কেননা বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করেই দেশের কৃষি, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব, ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তাকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি ঃ

১. **সঞ্চয় সংগ্রহ এবং মূলধন গঠন ঃ** দেশের সর্বত্র শাখা খুলে এবং বিভিন্ন ধরনের হিসাব খুলে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের জনগণের সঞ্চিত ও অলস অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। বিনিময়ে আমানতকারীদের সুদ প্রদান করে। অপর দিকে দেশের সর্বত্র থেকে সংগৃহীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় বিরাট পরিমাণ মূলধন গঠনে সাহায্য করে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য।

২. **সঞ্চয়ে অনুপ্রেরণা ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণ তার অর্থ নিরাপদে সঞ্চয় করতে পারে এবং বিনিময়ে সুদ ও পেয়ে থাকে। ফলে জনমন ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনার ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়।

৩. **ঋণদান ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার সঞ্চিত তহবিল থেকে দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের লাভজনক খাতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণদান করে। ফলে কৃষক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ তাদের কার্যক্রম নিশ্চিতে চালিয়ে যেতে পারে। শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়।

৪. **ঋণ আমানত সৃষ্টি ঃ** ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ অর্থ ও ঋণ আমানতের বিনিয়োগ ও ব্যবহার বহুগুলো বৃদ্ধি পায়।

৫. **মুনাফাজনক বিনিয়োগ ঃ** ঋণদান ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের লাভজনক খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে। অর্থের যোগান পেয়ে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একদিকে নির্বিঘ্নে পরিচালিত হয়। অপরদিকে নিত্য নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ফলস্বরূপ দেশের সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দেশীয় উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, জনগণের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৬. **বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ইস্যুকৃত চেক, ক্রেডিট কার্ড, ড্রাফট, বিনিময় বিল, হুন্ডি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। বিনিময়ের এই মাধ্যগুলো দ্বারা একদিকে নগদ অর্থের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। অপর দিকে অর্থ স্থানান্তর ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাস পেয়ে লেনদেন নি□/ত্তি দ্রুততর হয়।

৭. **কৃষি উন্নয়ন ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষকদের সার, বীজ, চাষ, পানি সেচ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ঋণ দান করে। ফলে কৃষি উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষকদেরও উন্নয়ন হয়।

৮. **শিল্পোন্নয়ন ঃ** দেশের শিল্পায়ন তরান্বিত করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও বৃহৎ শিল্পে বিভিন্ন মেয়াদে (স্বল্প ও মধ্য) ঋণদান করে। ফলে দেশের শিল্পায়ন দ্রুততর হয়।

৯. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনায়ন ঃ** দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা এবং আর্থিক নীতিমালা মেনে চলে। ফলে দেশীয় অর্থনীতি স্থিতিশীল হয়, দ্রব্য মূল্য স্তর স্থিতিশীল থাকে।

১০. **অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাহায্য ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সর্বোতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ঋণদান ও জমাতিরিক্ত ঋণদান; চেক, ক্রেডিট কার্ড, ডিডি, টি.টি. ভ্রাম্যমান চেক ইত্যাদি ইস্যুকরা এবং বিনিময় বিল ও হুন্ডি বাট্টায় ভাংগিয়ে দেয়া। এসকল কল্যাণকর কার্যক্রমের দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশীয় অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে থাকে।

১১. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যেও বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাপকভাবে সাহায্য করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকারকদের ঋণ দান করে, প্রত্যয়পত্র ইস্যু ব্যাংক ড্রাফট ইস্যু, ভ্রমণকারী চেক ইস্যু, বিনিময় হার নির্ধারণ, বিল বাট্টাকরণ এবং মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করে থাকে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়।

১২. **প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাযিত্ব পালন করে থাকে। গ্রাহকদের প্রতিনিধি সিবে বাণিজ্যিক ব্যাংক শেয়ার, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে; বীমার প্রিমিয়াম জমা প্রদান করে, বিভিন্ন চেক ও বিলের পাওনা আদায় ও পরিশোধ করে, অছি ও মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করে, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

১৩. **লকার সুবিধা প্রদান ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধু মক্কেলদের আমানতেরই সুষ্ঠু হেফাজত করে না। লকার সুবিধা প্রদান করে মক্কেলদের মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র, শেয়ার, সিকিউরিটি হেফাজত সংরক্ষণ করে। ফলে এগুলো হারানো, চুরি-ডাকাতির ভয় থেকে জনগণ থাকে।

১৪. **সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অর্জিত আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর সরকারকে প্রদান করে। ফলে সরকারের রাজস্ব আয় ও আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

১৫. **উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপালন ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে দেশের ও বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে উপদেশ প্রদান করে। ফলে দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহল খুবই উপকৃত হয়।

১৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণদানের ফলে দেশে শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্মষ ও বিকাশ ঘটে। ফলস্বরূপ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১৭. **আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের কল্যাণে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য বিকশিত হয়। জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ সর্বস্তরের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

১৮. **অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক অতি সহজেই চেক, ডিডি, টি.টি. এম.টি, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে অতি ও নিরাপত্তার সাথে মক্কেলদের প্রয়োজনের আলোকে অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। ফলে নগদ অর্থ বহন করতে হয় না, বহন জনিত ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে।

১৯. **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য ঃ** বাণিজ্যিক ঋণ প্রদান, ঋণ আমানত সৃষ্টি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্ত বায়নে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা-স্ফীতি ও মুদ্রা-সংকোচন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

২০. **অর্থ ও মুদ্রা বাজার উন্নয়ন ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দেশের অর্থ ও মুদ্রা বাজার গঠিত। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ইহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী অংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থ ও মুদ্রা বাজারের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং উন্নয়ন করে।

২১. **সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তাবয়ন ঃ** সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে সরকারের আর্থিক নীতি সার্বিক ভাবে বাস্তবায়ন করে থাকে।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কোন দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব, ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া কোন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

বাণিজ্যিক ব্যাংক আধুনিক সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অনেক কাজ করতে হয়। এজন্য ইহার কাঠামোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস্ত করা যায়। যথা- নগদান বিভাগ, আমানত বিভাগ, ঋণ বিভাগ, সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ, বৈদেশিক বিনিময় বিভাগ, কর্মী বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ, জনসংযোগ বিভাগ, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ, উন্নয়ন বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ, কর্মী কল্যাণ বিভাগ এবং আইন বিভাগ।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অনেক। বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করেই দেশের কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য শিল্প তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে পারি। সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন, সঞ্চয়ে অনুপ্রেরণা, ঋণদান, ঋণ আপাতত সৃষ্টি, মুনাফাজনক বিনিয়োগ, বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাহায্য, বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য, প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন, লকার সুবিধা প্রদান, সরকারি, উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য, ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, অর্থ ও মুদ্রা বাজার উন্নয়ন এবং সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন--

১. আধুনিক সমাজ ও দেশের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংককে অনেক কি করতে হয়?

ক. কাজ　　খ. ঋণ দান

গ. আমানত সঞ্চয়　　ঘ. আইন প্রদান

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব কোনটি?

ক. নগদান বিভাগ　　খ. কর্মী বিভাগ

গ. আইন বিভাগ ঘ. ঋণ বিভাগ

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্র করেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি হয়?

ক. পরিকল্পিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত খ. বিকশিত

গ. আবর্তিত ঘ. কোনটিই নয়।

৪. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান ভূমিকা কি?

ক. সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

গ. অর্থ স্থানান্তর ঘ. লকার সুবিধা প্রদান

৫. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান প্রধান ভূমিকাকে আমরা কটি ভাবে বিন্যস্ত করতে পারি?

ক. ১০টি খ. ১৫টি

গ. ২০টি ঘ. ২১টি

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

১.ঘ ২.ক ৩.ঘ ৪.ক ৫.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

১.খ ২.ক ৩.ক ৪.খ ৫.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৩

১.খ ২.ক ৩.গ ৪.গ ৫.ক ৬.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৪

১.ক ২.ক ৩.ক ৪.ক ৫.ঘ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালাগুলো আলোচনা করুন।

৪. "ঋণ আমানত সৃষ্টি করে" বর্ণনা করুন।

৫. ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতাগুলো কি?

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কি কি বিভাগ রয়েছে বর্ণনা করুন।

৭. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করুন।